৪৩০
(স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত)

লন্ডন
১০ অগস্ট, ১৮৯৯

অভিন্নহৃদেয়ষু,

তোমার পত্রে অনেক সংবাদ পাইলাম। আমার শরীর জাহাজে অনেক ভাল ছিল, কিন্তু ডাঙায় আসিয়া পেটে বায়ু হওয়ায় একটু খারাপ। একজন বড় ডাক্তার বললেন নিরামিষ খাও, আর ডাল ছুঁয়ো না। এনি এখানকার একজন মুরুব্বি ডাক্তার। এঁর মতে ইউরিক এসিড-গোলমালে যত ব্যারাম হয়। মাংস এবং ডাল ইউরিক এসিড বানায়; অতএব 'ত্যাজ্যং ব্রহ্মপদং' ইত্যাদি। যা হোক, আমি তাকে সেলাম করে চলে এলাম। Examine (পরীক্ষা) করে বললে চিনি-ফিনি নেই -- আলবুমেন আছে। থাক! নাড়ী খুব জোর, বুকটাও দুর্বল বটে। মন্দ কি, দিনকতক হবিষ্যাশী হওয়া ভাল। এখানে বড় গোলযোগ -- বন্ধু-বান্ধব সব গরমির দিনে বাইরে গেছে। তার উপর শরীর তত ভাল নয় -- খাওয়া-দাওয়ায়ও গোলমাল। অতএব দু-চার দিনের মধেই আমেরিকায় চললুম। মিসেস বুলের জন্য একটা হিসাব পাঠাইও -- কত টাকা জমি কিনতে, কত টাকা বাড়ি, খাই খরচ কত টাকা ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সারদা বলে, কাগজ চলে না। ... আমার ভ্রমণ-বৃতান্ত খুব advertise করে (বিজ্ঞাপন দিয়ে) ছাপাক দিকি -- গড় গড় করে subscriber (গ্রাহক) হবে। খালি ভট্চায্যিগিরি তিন ভাগ দিলে কি লোকে পছন্দ করে!

যা হোক কাগজটার উপর খুব নজর রাখবে। মনে জেনো যে, আমি গেছি। এই বুঝে স্বাধীনভাবে তোমরা কাজ কর। 'টাকাকড়ি, বিদ্যাবুদ্ধি সমস্ত দাদার ভরসা' হইলেই সর্বনাশ আর কি! কাগজটার পর্যন্ত টাকা আমি আনব, আবার লেখাও আমার সব -- তোমরা কি করবে? সাহেবরা[১] কি করছেন? আমার হয়ে গেছে! তোমরা যা করবার কর। একটা পয়সা আনবার কেউ নেই, একটা প্রচার করবার কেউ নেই, একটা বিষয় রক্ষা করবার বুদ্ধি কারু নেই। এক লাইন লিখবার ক্ষমতা কারুর নাই -- সব খামকা মহাপুরুষ! ... তোমাদের যখন এই দশা, তখন ছেলেদের হাতে ছ-মাস ফেলে দাও সমস্ত জিনিস -- কাগজ-পত্র, টাকা-কড়ি, প্রচার ইত্যাদি। তারাও কিছু না পারে তো সব বেচে-কিনে যাদের টাকা তাদের দিয়ে ফকির হও। মঠের খবর তো কিছু পাই না। শরৎ কি করছে? আমি কাজ চাই। মরবার আগে দেখতে চাই যে, আজীবন কষ্ট করে যা খাড়া করেছি, তা এক-রকম চলছে। তুমি টাকাকড়ির বিষয় কমিটির সঙ্গে প্রত্যেক বিষয়ে পরামর্শ করে কাজ করবে। কমিটির সই করে নেবে প্রত্যেক খরচের জন্য। নইলে তুমিও বদনাম নেবে আর কি! লোকে টাকা দিলেই একদিন না একদিন হিসাব চায় -- এই দস্তুর। প্রতি পদে সেটি তৈয়ার না থাকা বড়ই অন্যায়। ... ঐ-রকম প্রথমে কুঁড়েমি করতে করতেই লোকে জোচ্চর হয়। মঠে যারা আছে, তাদের নিয়ে একটি কমিটি করবে, আর প্রতি খরচ তারা সই না দিলে হবে না -- একদম! ... অমি কাজ চাই, vigour (উদ্যম) চাই -- যে মরে সে বাঁচে; সন্ন্যাসীর আবার মরা-বাঁচা কি?

শরৎ যদি কলিকাতা না জাগিয়ে তুলতে পারে ... তুমি যদি এই বৎসরের মধ্যে পোস্তা না গাঁথতে পার তো দেখতে পাবে তামাশা! আমি কাজ চাই ... no humbug (কোন বুজরুকি নয়)। মাতাঠাকুরানীকে আমার সাষ্টাঙ্গ, ইত্যাদি। ইতি

বিবেকানন্দ

[১] সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য-প্রত্যাগত গুরুভ্রাতাকে লক্ষ করিয়া এ-কথা বলা হইয়াছে।